গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
জাতীয় আয়কর দিবস ২০১১
৩১ ভাদ্র ১৪১৮, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১
দিন বদলের অঙ্গীকার, সবাই হবো অংশীদার

প্রকাশনায়ঃ ধারা এ্যাড অদসজ্জার ঃ আর.আর এন্টারপ্রাইজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৩১ ভাদ্র ১৪১৮
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জাতীয় আয়কর দিবস ২০১১ পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জাতীয় অর্থনীতিতে আয়করের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রের অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে একটি গতিশীল আয়কর ব্যবস্থা অসামান্য অবদান রাখতে পারে।

আমি আশা করি, জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে আয়কর প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করে এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আয়কর বিভাগ ও সম্মানিত করদাতাগণের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে জনবান্ধব কর সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানাই।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গত বছরের মত এ বছরও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমি দেশের সম্মানিত করদাতাগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং কর সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশে সকলের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হতে হলে আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ-নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহে উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তখন অভ্যন্তরীণ কর আদায় ছিল ৬২০০০ কোটি। এবারে আমরা আশা করছি এই আদায় প্রায় দ্বিগুণিত হবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের কর সচেতনা বৃদ্ধি এবং কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়কর দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি রাষ্ট্রীয় সম্মাননাপ্রাপ্ত করদাতাগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং জাতীয় আয়কর দিবসে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি করদাতাগণকে সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদানের ফলে দেশের জনগণ কর প্রদানে আরো উৎসাহী হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আয়কর দিবস ২০১১ এর সার্বিক উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১১

আবুল মাল আবদুল মুহিত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ চতুর্থ বারের মত দেশে জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় আয়কর দিবসের এই শুভলগ্নে আমি দেশের সম্মানিত সকল করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার এবং জনগণকে দেয়া নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংস্তরতা অর্জন একান্ত অপরিহার্য। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের অধিক নির্ভরশীলতা সুখকর নয়। তাই তা' কমিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে আরও তৎপর হতে হবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে প্রত্যক্ষ রাজস্ব তথা আয়কর আহরণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর প্রদানে সাথে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই কার্যকরী কর-বান্ধব পরিবেশ তৈরীর মাধ্যম করদাতাদের মাঝে আস্থা তৈরী এবং আয়কর প্রদানের সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। এ উপলব্ধি থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর খাতে বিভিন্নমুখী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কর প্রদানের মত মহান দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন, রাষ্ট্র তাদের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে স্বীকার করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় করদাতাগণ সম্মানিত বোধ করবেন, জনগণের মাঝে কর প্রদানের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে এবং কর বিভাগের সাথে করদাতাদের দূরত্বের অবসান ঘটবে। জাতীয় পর্যায়ে আয়কর দিবস উদ্‌যাপন এবং করদাতগণকে সম্মাননা প্রদানের ফলে বাংলাদশের কর সাংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন দেশে কর সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে প্রনিধানযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন পরিকল্পনা

এম এ কাদের সরকার
সদস্য (কর)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আমাদের প্রিয় এ মাতৃভূমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, দল দ্বারা শাসিত হয়েছে। পাল, সেন, মোঘল, বৃটিশ বা সর্বশেষ পাক দ্বারা শাসিত ১.৪৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ বঙ্গীয় ভূখন্ডের আজন্ম পরাধীন মানুষেরা ভিন দেশী শাসকের শোষন, অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছে। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী শাসকদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিল খাজনা বা কর না দেয়াকে। নিরন্তর সংগ্রাম ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ঠিক ৪০ বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে কিছু ব্যতিক্রমী সময়কাল বাদে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই এ দেশ পরিচালনা করে আসছে। আর এ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সচল ও জনকল্যানে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে তা সরকারকে যোগান দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

১৯৭২ সালে ১৬৬ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যাত্রা শুরু করা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণ করেছে প্রায় ৭৯ হাজার কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধির এ হার প্রায় ৪৭৬ গুন। একই সময়ে আয়করের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২,২৭১ গুন। দেশের রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয়েরও একটি বড় অংশ দেশীয় উৎস থেকে আহরিত সম্পদ দ্বারা পরিচালিত হয়।

রাজস্ব আহরণের বর্তমান মূলনীতি হচ্ছে জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করা এবং নিজের কর নিজে দেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এজন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘরে বসে নিজের আয়কর রিটার্ন দেয়া, অন্য কারো সাহায্য ছাড়া আধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে আয় ও কর পরিগণনা করে অনলাইনের মাধ্যমে কোনরকম হয়রানিমুক্তভাবে নিজের রিটার্ন আয়কর দপ্তরে জমা দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ড একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা বিগত ২০১১ সনের বাজেট অধিবেশনে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দলিল বাস্তবায়নের সর্বাত্তক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী ৫ বছর পর ২০১৬ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিজেকে কোথায় দেখতে চায়, কি করতে চায় এ বিষয়ে আধুনিকায়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬ তৈরী করা হয়েছে।

পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবে ঃ

১) ২০১৬ সালের মধ্যে কর-জিডিপির আনুপাতিক হার ১৩ শতাংশে উন্নীত করা ;
২) ২০১৬ সালের মধ্যে ইন্টারনেটে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, কর/আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়াসহ, কর জমা দেয়া, রিফান্ড নেয়া ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
৩) আদালতে কর সম্পর্কিত যে সব সিদ্ধান্ত অমীমাংসিত আছে, ২০১৬ সালের মধ্যে তার ৮০ শতাংশ মীমাংসা করা।

লক্ষ্যসমূহ ঃ

ক) আন্তর্জাতিক best practice ও দেশীয় অর্থনীতি উপযোগী শুল্ক ও করনীতি প্রণয়ন করা যাতে তা সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
খ) সকল প্রকারের শুল্ক ও কর ব্যবস্থার বিদ্যমান ভিত্তিকে যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।
গ) একটি স্বচ্ছ এবং সেবা মূলক কর ব্যস্থাপনার মাধ্যমে করদাতাদের সচেতন করে তোলা। এ জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করদাতা সেবা কেন্দ্র স্থাপন।
ঘ) কর দেওয়ার ক্ষেত্রে করদাতার অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো। বিশেষ করে করদাতারা অনেক সময় কর প্রশাসনে অকারণে যোগযোগ করেন। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কর প্রশাসন ও করদাতাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।
ঙ) প্রচলিত নিরীক্ষার পরিবর্তে কম্পিউটারের সহায়তায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বস্তুনিষ্ঠ নিরীক্ষার প্রবর্তন।
চ) রাজস্ব বোর্ডের তিন বিভাগেই কর আদায়ের তথ্য ও লেনদেনের হিসাব সম্বলিত দক্ষ ও সমন্বিত জাতীয় কর হিসাব নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। যাতে যথাসময়ে বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কর কর্মকর্তাসহ করদাতাদের কাছে এসব তথ্য সবসময় উন্মুক্ত থাকে।
ছ) কাজের গুরুত্বের ভিত্তিতে রাজস্ব কর্মকর্তাদের তুলনামূলক অগ্রাধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগের কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
জ) যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনী কাঠামো সৃষ্টি করা যাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশি ব্যবসা-বাণিজ্য সফলভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
ঝ) শুল্ক ও কর ফাঁকি চিহ্নিতকারী ইউনিট তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CIC) এবং রাজস্ব বিভাগের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে শক্তিশালীকরণ।
ঞ) সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে আরো সমন্বয় এবং সহযোগিতা বাড়ানো।
ট) কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মসক) ও শুল্ক অনুবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দক্ষ, কার্যকর, দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ করা তথা আন্তর্জাতিক উত্তম মানের কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বড় রকমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে করনীতি (কর আইন এবং সংশিগুষ্ট রুলস) ও কর প্রশাসন (প্রাতিষ্ঠানিক ডিজাইন, ব্যবস্য প্রক্রিয়া, মানবসম্পদ নীতিমালাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম) পর্যালোচনা করে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ পরিকল্পনার আয়কর সংক্রান্ত রূপরেখার সারমর্ম নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রত্যক্ষ কর আইন আধুনিকায়ন কর্মসূচীঃ বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সীমাবদ্ধতা দূর, আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা এবং সর্বোপরী গণতান্ত্রিক সরকারের চেতনা সমৃদ্ধ নতুন প্রত্যক্ষ কর আইন তৈরীর কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ আইনের খসড়া ইতোমধ্যে জনগণের মতামতের জন্য রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। নতুন প্রত্যক্ষ কর আইনের নীতি পরিসর দেশে একটি দক্ষ ও আধুনিক প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। এর উদ্দেশ্য হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ করদাতাকে এর স্বেচ্ছা প্রতিপালন (Compliance) -এ উৎসাহিত করা। এতে non-compliance এর ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি আরো ব্যয়বহুল করার ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় পক্ষের তথ্য - সমন্বিত পণ্ডটফরম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও করদাতার প্রদত্ত ঘোষণার অসামঞ্জস্যতাকে (যদি থাকে) চিহ্নিত করবে। উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বেশী রাজস্ব প্রদানকারী/সম্ভাবনা খাতে বেশী মনোযোগ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। কর প্রশাসন সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় প্রসেসিং পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিমান কর নির্ধারন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হবে বিধায়, এর ফলে বর্তমানে এসব কাজে সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক কর কর্মকর্তাকে Compliance করদাতা সেবা, কর আদায়, বাজার জরীপ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ সহ অন্যান্য কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঃ ডিজিটাল কর্মসূচী ঃ এ কর্মসূচীর আওতায় দেশব্যাপী একটি সমন্বিত ICTপণ্ডটফরম প্রতিষ্ঠা করা হবে - যাতে ট্যাক্স রিটার্ণ, ব্যাংক, Tax Deduction at Source (TDS), তৃতীয় পক্ষ কর কর্তনকারী সংস্থা হতে সকল ধরনের শুল্ক ও কর প্রদান/প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য ধারন করা যায়। এতে এ ধরনের রাজস্ব প্রদান/প্রাপ্তির তথ্য করদাতা কর্তৃক রিটার্ণ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে সংশিগুষ্ট শুল্ক, মসক , আয়কর বিভাগে প্রদত্ত তথ্যের সাথে দু'তিন পথে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক জমাকৃত রাজস্বের সাথেও মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় করদাতা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং অন্যান্য সংগ্রহকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি লেনদেন (Payment) বিষয়ে একটি সদৃশ চিত্র পাওয়া যাবে। সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় তৃতীয় পক্ষের রিটার্ণ তথা TDS রিটার্ণ, বার্ষিক তথ্য রিটার্ণ (AIR) ইত্যাদি পাওয়া যাবে এবং MIS Report তৈরী হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মর্যাদা (Status) ও রেগুলটরী ক্ষমতা পুনঃ সংজ্ঞায়িতকরণ ঃ প্রশাসনের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনার দিকে গুরুত্ব দেয়ার লক্ষ্যে আধুনিকায়ন কর্মসূচী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সরকারের গতানুগতিক একটি বিভাগ/দপ্তর থেকে সরিয়ে এনে একটি কর্পোরেট এনটিটি হিসাবে পরিচালনার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ কারনে সরকারের সাথে এর সম্পর্কের পুনঃ মূল্যায়ন ও তার আলোকে পুনঃ সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আধুনিকায়ন কর্মসূচী ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৭৬ এর আলোকে এর প্রয়োজনীয় সংশোধন কিংবা বিশ্বের best practice এর ভিত্তিতে নতুন করে আইন তৈরী করে একে কর্পোরেট সংস্থার আদলে এমন একটি সংস্থায় রূপ দিতে চায় - যাতে ইহা আর্থিক ব্যয়, জনবল ও এর ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্স বিষয়াদি ইত্যাদি বিষয়ে জবাবদিহিমূলক স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে পারে।

Function ও Size অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পুনর্গঠন: এর আওতায় বিভিন্ন করদাতাদের আকার ভেদে (বড়, মাঝারি এবং ছোট) দেখভাল করা হবে। তাছাড়া কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মসকও আয়কর বিভাগের কাজকে Function এর ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

করদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ কৌশল, তাদের সচেতন ও সহায়তা করা ঃ করদাতাদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উন্নত কৌশল নিরূপণ করা হবে। করদাতা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে সহায়তা দেওয়া হবে। কল সেন্টারের মাধ্যমেও এ ধরনের সেবাকাজ চলবে। এছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও করদাতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

বাস্তবায়ন (Enforcement) উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ এ কর্মসচীর আওতায় দক্ষ নিরীক্ষা, তদন্ত, বকেয়া রাজস্ব আদায়, বিরোধ/আপীল আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অডিজ) ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক কর দাতার Compliance বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ এর আওতায় কর্মকর্তাদের Performance পরিমাপ/ মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন, Integrity ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর গবেষণা উইংকে শক্তিশালীকরণ, শুল্ক, মুসকএবং আয়কর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ একাডেমীর উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন করা হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ এর আওতায় রাজস্ব বোর্ডের অফিসগুলোর অবকাঠামো ও আসবাবপত্র উন্নয়ন করা হবে। যাতে রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক কাজের অটোমেশন সহজে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়।

করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (TIN)/ব্যবসা সাক্তকরণ নম্বর (BIN) প্রকল্প ঃ করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) কর প্রশাসনের অটোমেশনের ভিত্তি। এতে একজন করদাতার একক করদাতা একাউন্ট সংরক্ষণ, বিভিন্ন কর ব্যবস্থায় ও তার বাইরে তার লেনদেন (Transaction) এর তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমানের TIN পদ্ধতিকে বাতিল করে জাতীয় ID নম্বরের ভিত্তিতে প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে। নতুন এ ব্যবস্থায় Database, transaction প্রসেসিং ও বন্টন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত হবে। এ ব্যবস্থায় একজন TIN আবেদনকারীকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে TIN কার্ড দেয়া হবে। এ ব্যবস্থায় TIN আবেদনকারীদের সহজে TIN দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে ১০০ এর মতো TIN Facilitation Centre (TIN FC) স্থাপন করা হবে। এছাড়া দূরবর্তী On line আবেদনের জন্য একটি e-filing পোর্টাল এবং জরুরী ক্ষেত্রের জন্য একটি Express service চালু করা হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডাটা সেন্টার ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমগ্র দেশের জন্য একটি Centralized Hardware Architecture স্থাপন করবে। এর আওতায় ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারে একটা প্রাইমারী ডাটা সেন্টার (PDC) স্থাপন করবে। প্রাইমারী ডাটা সেন্টারটি ঢাকা শহরের ভিন্ন একটি বিল্ডিং এ অবস্থিত Business Continuity Centre (BCC) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এ BCC টি PDC সহ রাজশাহীতে অবস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি বিল্ডিং এ স্থাপিত Disaster Recovery Centre (DRC) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এটা রাজস্ব বোর্ডের ICT এর backbone হিসাবে কাজ করবে এবং সকল কর ব্যবস্থায় সারাদেশে স্থাপিত ক্লায়েন্ট মেশিনের সাথে সংযুক্ত থাকবে। পুরো ডাটাবেস ও ট্রানজেকশন প্রসেসিং PDC তে পরিবাহিত হবে ও BCC/ DRC তে দেখা যাবে। ডাটা সেন্টার ও নেটওয়ার্কটি BOT মডেলে System Integrator (SI) প্রকল্পে স্থাপিত হবে।

কর তথ্য নেটওয়ার্ক ঃ এ কর্মসচীর আওতায় একটি সমন্বিত কর একাউন্টিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে কর রাজস্ব প্রাপ্তির দাবীর সাথে বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্ত কর রাজস্ব মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে।

সমন্বিত কর প্রশাসন সফটওয়্যার(ITAS) প্রকল্প ঃ রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য রাজস্ব বিভাগের প্রয়োজনীয় ডাটা সৃষ্টির প্রধান উপাদান হচ্ছে Tax Information Network, Centralized processing I Data Centre। এ ডাটা নিয়ে অডিটের জন্য রিস্ক ভিত্তিক অডিট মডিউল তৈরী, ট্যাক্স এসেসমেন্ট ব্যবস্থাপনা, ট্যাক্স আপীল ব্যবস্থাপনা, করদায় সমন্বয়, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এর জন্য রিপোর্ট তৈরী, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট-এন্ড সফটওয়্যার দরকার। উল্লেখিত বিষয়গুলোকে দেখার জন্য Tax Administration software প্রকল্প Customized অথবা off the shelf solution খুঁজে বের করবে। এ সফটওয়্যারটি রাজস্ব কর্মকর্তা ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এর ডেস্কটপ কম্পিউটারে থাকবে।

যোগাযোগের কৌশল ও করদাতাদের সচেতন করাঃ কর সংক্রান্ত সংস্কার কোন সহজ কাজ নয়। এ সংক্রান্ত উদ্যোগে বিভিন্ন কারণে করদাতাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার থেকে বাধা আসবেই। এটি বিবেচনায় রেখে এ লক্ষ্যে কৌশলগত যোগাযোগের পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে উক্ত যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠানকে দিয়েও এ দায়িত্ব পালন করাতে পারে। করদাতাদের কাছে তথ্য সরবরাহে মোবাইল ফোনেরও সহায়তা নেওয়া হবে।

ওয়েবসাইট উন্নত করা প্রকল্প ঃ রাজস্ব বোর্ডের বর্তমানে একটি তথ্য বহুল ও উপযোগী ওয়েবসাইট আছে। রাজস্ব বোর্ড ডিজিটাল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় একাউন্টস, কেন্দ্রীয়ভাবে রিটার্ণ গ্রহণ ও প্রসেসিং, কেন্দ্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ইত্যাদির উন্নয়ন করে এর ডাটা ম্যানেজমেন্টকে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

করদাতা সেবা কেন্দ্র প্রকল্প ঃ বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে করদাতা সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে করাদাতাদের নানামুখী সহায়তা দেওয়া হবে। হবে। আয়কর বিবরণী জমা দেওয়ার প্রস্তুতি, একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ে করের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সেবাকেন্দ্র থেকে সহায়তা দেয়া হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের মাধ্যমেও করদাতা সেবা কেন্দ্র থেকে তথ্যাদি পৌছানো হবে।

বাস্তবায়ন (Enforcement) উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ বাস্তবায়ন উন্নয়ন কর্মসচীর আওতায় বর্তমানের ব্যক্তি কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পর্বক নিরীক্ষা বা তদন্ত এর পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে ঝুঁকি নির্ধারণ পর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক নিরীক্ষা ও তদন্ত কার্যক্রম নেয়া হবে। ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট, সেন্ট্রালাইজড একাউন্টিং সিস্টেম ইত্যাদিও বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন/compliance -কে সমৃদ্ধ করবে। এতে রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।

অডিট ঃ দক্ষতা (প্রশিক্ষণ ও ম্যানুয়াল) উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচী ঃ বর্তমানে সার্কেল এর কর্মকর্তাগণ তাদের অধিক্ষেত্রের কর সংক্রান্ত সকল কাজ দেখাশুনা করেন। এর মধ্যে অডিট ও একটি কাজ। অসংখ্য কাজের মধ্যে এ কাজে তারা যথাযথ মনোযোগ ও সময় দিতে পারেন না। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় অডিট অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিধায় এটিকে আরো উন্নত ও কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্যে ম্যানুয়াল তৈরী করা হবে।

সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠান, কাঠামো ও উন্নয়ন ঃ কর সংগ্রহ করতে গিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন কর অঞ্চলে নানামুখী জটিলতার মধ্যে পড়ে। কর সংগ্রহ করার বিদ্যমান কাঠামো সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করা হবে। এ ছাড়া কাজের ধরনের মধ্যেও পরিবর্তন আনা হবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডাটাবেস এবং কেন্দ্র ও প্রান্তে দায়িত্বে থাকা কর সংগ্রহকারীদেরও দায়িত্ব পুনর্বন্টন করা হবে। এ লক্ষ্যে কর আদায়ের জন ইনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে।

মামলা ঃ কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, এডিআর ঃ বর্তমান কর প্রশাসনের অন্যতম বিতর্কের বিষয় হচ্ছে করের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ। অধিকাংশ বিতর্ক রাজস্ব বোর্ডের সীমা অতিক্রম